তারিখ ... 17 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# প্রাথমিকে অর্ধলাখ পদে শিক্ষক নেই

## শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

■ নিজামুল হক

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো ৪৭ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদের সংখ্যা ২৩ হাজার ৫৪১ জন। এদিকে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে চলতি অর্থবছরে ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এছাড়া বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রধান শিক্ষককে মাসিক সভা, প্রতিবেদন তৈরি ও দাপ্তরিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সহকারী শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় অনেক স্কুলে সহকারী শিক্ষকেরা এই দায়িত্ব পালন করছেন। এতে তাদের পাঠদান ও দাপ্তরিক কাজ দুটোই একসঙ্গে চালাতে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, দেশের পুরাতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ৩৬ হাজার ৮৬১টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৭ হাজার ৯৮১টি। এছাড়া সহকারী শিক্ষকের ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৮১টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৫ হাজার ৫১৩টি। নতুন জাতীয়করণকৃত ২৩ হাজার ৯১০টি প্রধান শিক্ষকের মধ্যে ৭ হাজার ৮৪৪টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৯২ হাজার ৩শ পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৫ হাজার ৬৯৭টি।

প্রসঙ্গত, সর্বশেষ গত ডিসেম্বরে দেয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৬ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৩ এই ৫ বছরে বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে ১ হাজার ৮৫২ জন, সহকারী শিক্ষক পদে ৮৩ হাজার ৩৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

## প্রাথমিকে অর্ধলাখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী দেশের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে সরকারি ৩৭ হাজার ৬৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ হয় আরো ২৬ হাজার প্রতিষ্ঠান। সব মিলে দেশে এখন ৬৩ হাজার ৮৬৫টি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে।

জানা গেছে, দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে জাতীয়করণ এবং এ সব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তের আলোতে ১ম ধাপে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৫২টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে একই বছরের ১ জুলাই হতে ১ হাজার ৭০৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে অধিগ্রহণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণের আদেশ জারি করা হয়।

কোন্ বিভাগে কত পদ শূন্য : রাজশাহী বিভাগে ৯৫৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৮৫৬টি সহকারী শিক্ষক, খুলনা বিভাগে ৮৯২টি প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৪৩৮টি সহকারী শিক্ষক, ঢাকা বিভাগে ২ হাজার ১৮০টি প্রধান শিক্ষক এবং ৪ হাজার ৩৩৫টি সহকারী শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ হাজার ৬৮৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ৩ হাজার ৫৪৮টি সহকারী শিক্ষক, বরিশাল বিভাগে ৮২২টি প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৪৩২টি সহকারী শিক্ষক, সিলেট বিভাগে ৬২৬টি প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৫১৪টি সহকারী শিক্ষক, দিনাজপুর ও রংপুর বিভাগে ৮২৩টি প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৩৯০টি সহকারী শিক্ষকের পদ বর্তমানে শূন্য আছে।